বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছর ২০২২-২০২৩

বুড়িচং উপজেলা
কুমিল্লা

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছরঃ ২০২২-২০২৩

প্রকাশকাল

জুলাই, ২০২২

বুড়িচং উপজেলা পরিষদ
কুমিল্লা

উপদেষ্টা

জনাব আবুল হাসেম খান
সংসদ সদস্য, ২৫৩, কুমিল্লা-০৫

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব আখলাক হায়দার, চেয়ারম্যান, বুড়িচং উপজেলা, কুমিল্লা
জনাব মোঃ গোলাম ফারুক, ভাইস চেয়ারম্যান, বুড়িচং উপজেলা, কুমিল্লা
জনাব পান্না আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, বুড়িচং উপজেলা, কুমিল্লা

সম্পাদনায়

জনাব হালিমা খাতুন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বুড়িচং উপজেলা, কুমিল্লা

কারিগরি সহোযোগিতায়

মোহাম্মদ ছফি উল্লাহ, উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর, ইউজিডিপি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বুড়িচং, কুমিল্লা

গ্রন্থস্বত্ব

উপজেলা পরিষদ, বুড়িচং উপজেলা, কুমিল্লা

প্রকাশকাল

জুলাই, ২০২২

মুখবন্ধ

যে কোন দেশ, এলাকা বা সংস্থার উন্নয়ন নির্ভর করে তার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও যথাযথ বাস্তবায়নের উপর। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরের কাঠামো হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ, স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ ও জনগনের দোরগোরায় সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে এ কাঠামো গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সনের উপজেলা পরিষদ আইন এবং উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকায় উপজেলাকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর পঞ্চ-বার্ষিক এবং প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কথা বলা আছে। কিন্তু এ যাবত কোন উপজেলাই এ পরিকল্পনা সমুহ তৈরী করেনি। যদিও কিছু কিছু উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা কেবল উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে যা মান সম্মত বা কার্যকর হয়নি। ফলে উপজেলা সমুহ এ উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাবে সার্বিক উন্নয়ন ও কাংখিত সেবা নিশ্চিত করতে পারছে না। আর এ কারনেই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার কাজ হাতে নেয় এবং যথাসময়ে তা সম্পন্ন করে। উপজেলা পরিষদ বুড়িচং উপজেলার আওতাভুক্ত ইউনিয়ন সমুহ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিষদ আগামী অর্থ-বছরে বুড়িচং উপজেলায় কি কি উন্নয়ন কাজ করবে তার একটি রুপরেখা দেয়ার চেষ্টা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বুড়িচং উপজেলা আগামী বছরগুলোতে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আখলাক হায়দার
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বুড়িচং, কুমিল্লা

উপজেলা চেয়ারম্যানের বাণী

বুড়িচং উপজেলা কুমিল্লা জেলার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। উপজেলা সৃষ্টির পর থেকেই এ উপজেলা তার উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের জন্য সমন্বিতভাবে উপজেলার উন্নয়ন করা কষ্টসাধ্য করে তুলেছিল । এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার অর্থায়নে ইউজিডিপি প্রকল্পের অনুপ্রেরণায় বুড়িচং উপজেলা পরিষদ এই প্রথম ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের জন্য একটি "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" প্রণয়ন করেছে।

সুশাসন ও জবাবদিহিতা ছাড়া যেমন একটি প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না তেমনি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও সেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান জনবান্ধব সরকার তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর উন্নয়নে বিশ্বাসী। জনপ্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিভিল সোসাইটি ও ব্যক্তি মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরীর লক্ষ্যেই এ উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে। এটা বাস্তবায়িত হলে পরে যেমন একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব হবে তেমনি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বৃদ্ধি পাবে। জনগন প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহনের ফলে নিজেদেরকে মর্যাদাপূর্ণ ভাববে।

আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রাখবে।

আখলাক হায়দার

হালিমা খাতুন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বুড়িচং, কুমিল্লা

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

বুড়িচং উপজেলা কুমিল্লা জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মানেও এই উপজেলা আলোচিত এবং আলোকিত। "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" করার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ণ কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, অংশগ্রহনমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদের ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাংখিত মাত্রার স্থানীয় সরকার তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। বুড়িচং উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

এই পরিকল্পনা পুস্তিকায় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও তার কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। আরো ধন্যবাদ জানাই ইউজিডিপি প্রকল্পের ইউডিএফ যিনি এই পুস্তিকা প্রণয়নে নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং একে স্বার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন।

হালিমা খাতুন

প্রথম অধ্যায়
উপজেলার পরিচিতি

১.১ উপজেলার পটভূমি ও নামের ইতিহাস

বুড়িচং উপজেলার পূর্বনাম ছিল উত্তর বিজয়পুর। কিংবদন্তী অনুসারে খৃষ্টীয় একাদশ শতকের গোড়ার দিকে এই উত্তর বিজয়পুর গ্রামে বহু জ্ঞানী -গুনীর আবাসস্থল ছিল। একাদশ শতকের দিকে চৈনিক পরিব্রাজক ''হিউয়েন সাং'' উত্তর বিজয়পুর পরিদর্শণ করতে আসেন এবং এলাকার জ্ঞানী-গুনীদের সাহচর্যে মুগ্ধ হন। ঐ সময় এ এলাকাকে ''বুড্ডি চিয়াং'' নামে অভিহিত করেন। চৈনিক ভাষায় "বুড্ডি চিয়াং" এর বাংলা অনুবাদ করলে বুড্ডি অর্থ বুদ্ধি বা জ্ঞানী বা শিক্ষা এবং চিয়াং অর্থ আবাসস্থল বা আস্তানা বা শালা ইত্যাদি বুঝায়। তাই বুড্ডি চিয়াাং এর আভিধানিক অর্থ দাড়ায় জ্ঞানী ও গুনীর আবাসস্থল, উক্ত বুড্ডি চিয়াং নাম হতে কালক্রমে মানুষের মুখের ভাষায় সহজ বলার তাগিদে বুড্ডি চং ও পরে বড়িচং নামের উৎপত্তি হয়।

কুমিল্লা সদর (কোতয়ালী) এর কিছু অংশ ও বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়য়া জেলার কিছু অংশ নিয়ে ১৯১৬ সালে একটি পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের মাধ্যমে বুড়িচং থানার গোড়া পত্তন হয়। ১৯৬৩ সালে বুড়িচং থানা একটি উন্নয়ন সার্কেল-এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৭০ সালে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র থানা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। ১৯৭৮ সালে এই থানার ৭টি ইউনিয়ন নিয়ে ব্রাহ্মণপাড়া নামে অপর একটি থানার সৃষ্টি হয়। অবশিষ্ট ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে ১৫/০৪/১৯৮৩ সালে বুড়িচং থানা একটি মানোন্নীত থানা বা উপজেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বুড়িচং উপজেলার উত্তরে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা, দক্ষিণে কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা, পশ্চিমে চান্দিনা উপজেলা ও দেবিদ্বার উপজেলা অবস্থিত।

১.২ উপজেলার মানচিত্র

১.৩ ভৌগলিক পরিচিতি

আয়তন: ১৬৩.৭৬ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩° ২৮´ থেকে ২৩° ৩৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১° ০২´ থেকে ৯১° ১৩´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা, দক্ষিণে কুমিল্লা আদর্শ সদর, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও কুমিল্লা আদর্শ সদর, পশ্চিমে দেবীদ্বার ও চান্দিনা উপজেলা।

১.৪ খেলাধুলা ও বিনোদন

সরকারি এবং বেসরকারিভাবে ফুটবল/ক্রিকেট খেলায় উপজেলার বিভিন্ন দল নিজেদের মাঝে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া প্রতিবছর আয়োজিত টুর্নামেন্টগুলো হচ্ছে

১. বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রা: বিদ্যা: ফুটবল টুর্নামেন্ট
২. আন্ত: ক্রীড়া প্রা: বিদ্যা: ফুটবল প্রতিযোগিতা
৩. শীতকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
৪. গ্রীস্মকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

এছাড়া বিনোদনের জন্য কালিকৃষ্ণ নগর বন বিভাগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাধি স্মৃতিসৌধ (ময়নামতি ওয়ার সিমেট্রি) ও ময়নামতি রাণীর বাংলো ইত্যাদি স্থান রয়েছে।

১.৭ উপজেলার নদ-নদী

গোমতী, ঘুংঘুর, চান্দলা, নাগিসাবিলা, উত্তর বড়খোলা, মারজোড়া ও হাবিলার খাল উল্লেখযোগ্য।

১.৮ উপজেলার যোগাযোগ

এই উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভালো। কুমিল্লা জেলা শহরের অতি নিকটবর্তী ও পাকা রাস্তায় যোগাযোগের সুবিধার কারণে উপজেলার বেশীরভাগ মানুষ কুমিল্লা শহরে বসবাস করে। গোমতী নদী দ্বারা এ উপজেলাটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। গোমতী নদীর পশ্চিম পার্শ্বে ০৩টি ইউনিয়ন (ময়নামতি, মোকাম ও ভারেল্লা) এবং গোমতী নদীর উত্তর পূর্ব পার্শ্বে বাকী ০৫টি ইউনিয়ন (রাজাপুর, বাকশীমূল, বুড়িচং সদর, ষোলনল, পীরাত্রাপুর) অবস্থিত। বুড়িচং উপজেলার পাশ দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কে অবস্থিত।

১.৯ উপজেলার ব্যবসা বাণিজ্য

বুড়িচং উপজেলার উল্লেখযোগ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান সমূহের নামঃ

শংকুচাইল বাজার	পূর্বহুড়া নতুন বাজার
রাজাপুর বাজার	ষোলনল বাজার
বারেশ্বর বাজার	গোবিন্দপুর বাজার
ঘিলাতলা বাজার	সাদকপুর বাজার
ফকির বাজার	কষ্ঠনগর বাজার
কালিকাপুর বাজার	পীরযাত্রাপুর বাজার
ছয়গ্রাম বাজার	ময়নামতি বাজার
বুড়িচং বাজার	দেবপূর বাজার
পূর্ণমতি বাজার	কালকচুয়া বাজার
শিকারপূর হাজী মার্কেট	নিমসার বাজার
আগানগর বাজার	কাবিলা বাজার
খারাতাইয়া নতুন বাজার	কোরপাই বাজার
নানুয়ার বাজার	কেদারপূর বাজার
মহিষমারা মিয়ার বাজার	কংশনগর বাজার
ভরাসার তোহা বাজার	ভারেল্লা বাজার
ভরাসার গরুর বাজার	লাটিয়ারপূর গরুর বাজার

১.১১ উপজেলার কৃতি ব্যক্তিত্ব

১. জনাব মোঃ তোফাজ্জল আলী (টি আলী), কসবা, ১৯৪৮, এমএলএ

২. জনাব মেজর এম এ গনি, নাগাইশ, ১৯৫৪, এমএলএ

৩. জনাব মোঃ আমির হোসেন, সিদলাই, ১৯৫৬, এমএলএ

৪. এ্যাডভোকেট মোঃ সিরাজুল ইসলাম, এমএলএ

৫. জনাব মোঃ সুলতান আহাম্মদ, শংকুচাইল, ১৯৬২, এমপিএ

৬. জনাব মোঃ নূর ল ইসলাম ভূইয়া, চারগাছা, ১৯৬৫, এমপিএ

৭. জনাব মোঃ ইস্কান্দর আলী, কসবা, ১৯৬৫, এমপিএ

৮. জনাব মোঃ আমির হোসেন, সিদলাই, ১৯৭০, এমপিএ

৯. জনাব অধ্যাপক মোঃ ইউনুছ, গোবিনাথপুর, ১৯৭৩ (এমপি), ১৯৮৬ (এমপি), ১৯৮৮ (এমপি), ২০০১ (এমপি)

১০. জনাব অধ্যাপক মোঃ মফিজুল ইসলাম, বাকশীমূল, ১৯৭৮, এমপি

১১. জনাব মোঃ মজিবুল হক (মজু), বুড়িচং-বি পাড়া ১৯৯৬, এমপি

১২. জনাব এ্যাডভোকেট আবদুল মতিন খসরু, বুড়িচং-বি পাড়া, ১৯৯১ (এমপি), ১৯৯৬ (এমপি এবং আইন, বিচার, ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী), ২০০৯ (এমপি) এবং ২০১৪ (এমপি) এবং ২০১৮ (এমপি)

১৩. জনাব আবুর হাসেম খান, এমপি, বুড়িচং-বিপাড়া

দ্বিতীয় অধ্যায়
আর্থ-সামাজিক তথ্য

২. আর্থ সামাজিক তথ্য

২.১ বুড়িচং উপজেলার আর্থ- সামাজিক (মৌলিক তথ্যাবলী)ঃ

০১। উপজেলার আয়তন : ১৬৩.৭৬ বর্গ কিঃ মিঃ		১৮। শিক্ষার হার ঃ ৫৭.০০%
০২। ইউনিয়নের সংখ্যাঃ : ০৯ টি		১৯। গভীর নলকুপ(চালু) : ১৭৭ টি ক) বিদ্যুৎ চালিত : ১৭৭ টি খ) ডিজেল চালিত : নাই
০৩। পৌরসভার সংখ্যাঃ : নাই		
০৪। মৌজার সংখ্যা : ১৫৩টি		২০। অগভীর নলকুপ : ৯০৫ টি ক) বিদ্যুৎ চালিত : ১৭৭ টি খ) ডিজেল চালিত : নাই
০৫। গ্রামের সংখ্যা : ১৭২টি		
০৬। মসজিদ : ৩৫৯টি		
০৭। মন্দির : ৪২টি		২১। এল এল পি : ১৫৮ টি ক) বিদ্যুৎ চালিত : ৫৩ ট খ) ডিজেল চালিত : ১০৫ টি
০৮। ডাকঘর :		
০৯। ব্যাংকঃ :		২২। কৃষি বীজাগার : ০৮টি
১০। খানার সংখ্যাঃ : ৫৮৪০২টি		২৩। নার্সারী : ৩৮টি
১১। মোট লোক সংখ্যাঃ ৩,০১৮২৫ জন নারী: ১৫৫৮৪৩ জন, পুরুষ: ১৪৫,৯৮২ জন মুসলিম :২৯০৯৪১, হিন্দু : ১০৮৩১,অন্যান্য: ৫৩জন		২৪। সরকারী নার্সারী : ১টি
১২। প্রতি বর্গ কিঃ মিটারে লোক সংখ্যা: ১৮৪৩		২৫। বেসরকারী নার্সারী : ৩৭টি
১৩। বর্তমানে অনুমিত জনসংখ্যাঃ ৩০১৮২৫ জন, পুরুষ- ১৪৫৯৮২ মহিলা- ১৫৫৮৪৩ জন		২৬। হস্তচালিত চাপ কল
১৪। প্রাথমিক বিদ্যালয় :সরকারী ১৪৯ টি :কিন্ডার গার্টেন ১১২ টি : :এনজিও কেন্দ্র(ব্রাক)৪০ টি		২৭। সেচের আওতায় মোট জমি : ৯৩৫ হে ঃ
১৫। হাই স্কুল :সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় -০১টি :বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৩৯ টি :নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় - ৩ টি :বালক-বালিকা(সহশিক্ষা)- ৪২ টি :শুধু বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় -০৩ টি :শুধু বালক মাধ্যমিক বিদ্যালয়-নাই		২৮। কৃষি পরিবারের সংখ্যা : ৪৬,১৭০ টি
		২৯। মৎস্য খামার : ৬২টি
		৩০। সরকারী খামার : ০১টি
		৩১। বেসরকারী খামার : ৬১টি
১৬। কলেজ : ০৬ টি : সরকারী নাই : বেসরকারী- ০৬ টি : কারিগড়ি-০৩টি : স্কুলএ্যান্ড কলেজ- ০৩ টি		৩২। পুকুরের সংখ্যা : ৫৯৭৩টি
		৩৩। পুকুরের আয়তন : ২১৫২.৫৫ একর
		৩৪। সরকারীদিঘীর সংখ্যা : ৪টি
		৩৫। দিঘীর আয়তন : ৩১ একর
১৭। মাদ্রাসা : ৩০ টি :পুরুষ মাদ্রাসা-নাই :বালক-বালিকা(সহশিক্ষা)মাদ্রাসা- ৩০ টি :বালিকা মাদ্রাসা-৪ টি :ফাজিল মাদ্রাসা- ৫ টি		৩৬। বানিজ্যিক খামার : ৬২টি
		৩৭। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স : ০১টি
		৩৮। সরকারী হাসপাতালের সংখ্যা : ০১টি
		৩৯। হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা : ৩১ টি

:আলিম মাদ্রাসা- ৮ টি :দাখিল মাদ্রাসা- ১৬ টি :স্বতন্ত্রএবতেদায়ী মাদ্রাসা- ০৬ টি :মাদ্রাসা সংলগ্ন এবং মাদ্রাসা- নাই :কাওমী মাদ্রাসা - ০২টি		৪০। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিঃপরিঃ কেন্দ্র : ০৭ টি ৪১। সক্ষম দম্পতির সংখ্যা : ৬২৭০৩ জন ৪২। বেসরকারী হাসপাতাল : ০১ টি ৪৩। ইউনিয়ন সাব-সেন্টার : ০৭ টি
৪৪। পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র : নাই ৪৫। পারিবারিক কল্যাণ কেন্দ্র : ০৭ টি ৪৬। কমিউনিটি ক্লিনিক: টি(বর্তমানে চলমান-৩৬ টি) ৪৭। মাতৃ সদন : নাই ৪৮। বেসরকারী ক্লিনিক(এনজিও) : ০১ টি ৪৯। স্যানিটেশন : ৮০% ৫০। প্রাইভেট ক্লিনিক : ২৪ টি ৫১। পশু হাসপাতালেরসংখ্যা : ০১ টি ৫২। করাত কল : ৪৮টি ৫৩। আটা কল : ৫৪। এতিম খানা : ১৬টি ৫৫। মুক্তিযোদ্ধা : জন(ভোটার তালিকা অনুযায়ী) ৫৬। অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীভাতা ভোগীর সংখ্যাঃ ৫৩১ জন ৫৭। সমবায় সমিতিঃ রেজিষ্ট্রার্ড ক্লাব : ১৩২ টি মহিলা অধিদপ্তর সংস্থা : নাই ইউ/পি,এম,পি,এস লিঃ : ০৮ টি মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি : ০১ টি বহুমুখী সমবায় সমিতি : ৪২ টি আনসার,ভিডিপি সমবায় সমিতি : নাই গভীর নলকুপ সমবায় সমিতি : নাই মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি : ১৩ টি বি,আর,ডি,বি সমিতি : ৯৯ টি ৫৮। খাল : ০৪ টি ৫৯। নদী : ০২ টি ৬০। হ্যাচারী : ক) সরকারী : নাই খ) বেসরকারী :১০ টি ৬১। খাদ্য গুদাম : ০২টি ৬২। হাট বাজার : ২৪টি ৬৩। দৈনিক বাজার ৫টি ৬৪। টেলিফোন একচেঞ্চ : ১টি ৬৫। টেলিফোন সেট : ৬৯টি ৭৯। বিদ্যুতায়িত গ্রাম : ৮টি ৮০। গ্রাহকের সংখ্যা ২১৬৩১		৬৬। বিদ্যুতায়িত গ্রাম : ৮টি ৬৭। গ্রাহক সংখ্যা : ২১৬৩১ ৬৮। আইসক্রীম ফ্যাক্টরী : ৬৯। আনসার ভিডিপি ব্যাংক : ৭০। সরকারী ও বেসরারী অফিস : ৭১। মোট ভোটার সংখ্যা : ১৯৬০০৯, পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৯৯৫৩৬, মহিলা ভোটার সংখ্যা ৯৬৪৭৩ ৭২। <u>খাস জমির বিবরণঃ</u> ক) মোট খাস জমির পরিমান : ২৩০৪.১৫একর ১। কৃষি খাস জমির পরিমান : ৩০৭.৮৩ একর ২। অকৃষি খাস জমির পরিমান : ১৯৯৬.৩২ একর খ) মোট বন্দোবস্তকৃত খাস জমির পরিমান : ২০৬.৪১ একর গ) অবশিষ্ট খাস জমির পরিমানঃ ১। কৃষি খাস জমির পরিমান : ৮০.৬৪ একর ২। অকৃষি খাস জমির পরিমানঃ :৯০.৬৪ একর ৭৩। বড় শিল্প কারখানা :৩টি ৭৪। ইট খোলা: ১৭টি ৭৫। বি.জি.পি. ক্যাম্প: ২টি ৭৬। বালি মহাল: ৩টি ৭৭। তার অফিস: ১টি ৭৮। কুরিয়ার সার্ভিস: ২টি **<u>যাতায়াত ব্যবস্থাঃ</u>** ০১। পাকা রাস্তা : ৪৮২.৬১ কিঃ মিঃ ০২। কাঁচা রাস্তা : ৬৩২.৮৪ কিঃ মি ০৩। রেল রাস্তা : ১২.২৫ কিঃ মি ০৪। বাস রাস্তা : ১২.০০ কিঃ মিঃ ০৫। আধা পাকা রাস্তা : ০৬। নৌ পথ : নাই ০৭। পুল ও কালভার্টঃ পাকা পুল ও কালভার্ট, কাঠের পুল- ১৯৭৭টি ৮১। ডাক বাংলো ঃ ০১টি ৮২। ইট খোলা : ১৭টি

২.২ উপজেলা পরিষদ কার্যালয় ও নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবলঃ

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা পরিষদ কার্যালয়				
১	চেয়ারম্যান	০১	০১	--
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	০১	০১	--
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	০১	০১	--
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	--
৫	জিপ গাড়ী চালক	০১	০১	--
৬	অফিস সহায়ক	০২	০২	--
৭	মালি	০১	০১	--
৮	সূইপার	০১	০১	--
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১	০১	
২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১	০১	
৩	উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০২	০১	০১
৪	সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১	০১	
৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১	০১	
৬	হিসাব সহকারী	০১	০১	
৭	সার্টিফিকেট সহকারী	০১	০১	
৮	জিপ চালক	০১	০১	
৯	ফটোকপি অপারেটর	০১	০১	
১০	জারীকারক	০৩	০২	০১
১১	দপ্তরি	০১	--	০১
১২	অফিস সহায়ক	০১	০১	
১৩	নিরাপত্তা প্রহরী	০৩	০৩	
১৪	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০৩	০৩	

তৃতীয় অধ্যায়
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা

৩.১ পরিকল্পনা কি

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য একটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। এ ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং এশটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক একটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০১০-১১ হতে ২০২০-২১) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা 'সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস; খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য এশটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ; এবং গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় এশটি টেশসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেশসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা। এয়াড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং এশটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৩.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৩.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ২) সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০; এবং ৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘাঁনো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৩.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেশসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা কওেউপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদাও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি

পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

- ***উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা***

পঞ্চ-বার্ষিক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদেও এশটি মধ্যম মেয়াদেও পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে কওে এাঁ জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

- ***উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা***

উপজেলা পরিষদেও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্চনীয়।

৩.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি

এলজিডি'র নির্দেশিকা[১] অনুসাওে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসাওে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- আর্থিক সম্পদেও প্রাপ্যতা এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতি উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গ্রহণ করে জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৩.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।

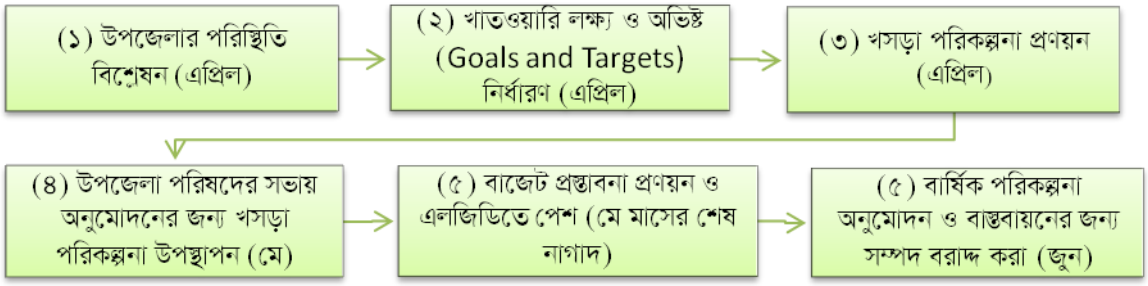

চিত্র ১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ কররছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য এশটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

পরিকল্পনার ফরম্যাট

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	সময়সীমা	পদ্ধতি
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

চতুর্থ অধ্যায়
উপজেলার সম্পদ বিবরণী

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্যোগ	অন্যান্য প্রকল্প
উপজেলায় জাতীয় প্রকল্পসমূহ	উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ	শিল্প/বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ ব্যাংকিং/ঋণ কর্মসূচি	সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার প্রকল্প এনজিওসমূহের প্রকল্প সিএসও'র প্রকল্পসমূহ
জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প	জেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ		
সরকারি বিভাগসমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প	পৌরসভার প্রকল্পসমূহ		
	ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পসমূহ		

উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপঃ

	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	৬,৮০০,০০০
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি	১,০০০,০০০
৩	স্থানীয়ভাবে আহোরিত সম্পদ	৪২,৫১০,৫৬১
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট	--
৫	পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	--
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	
৭	জাতীয় প্রকল্পঃ ইউজিডিপি (UGDP) এলজিএসপি (LGSP)	৫,০০০,০০০
৮	এনজিও/ সিএসও প্রকল্প	--
৯	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প	--

পঞ্চম অধ্যায়
পরিস্থিতি বিশ্লেষন, রুপকল্প ও লক্ষ্য নির্ধারন

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন এটি-

- উপজেলার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়
- বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা দেয়
- বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের (monitoring and reporting) স্পষ্ট সূচক বের করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করে যাতে করে উক্ত বছরে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারনের ক্ষেত্রে রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনা করার ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নিধারণের একটি প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা। লক্ষ্য (goals), উদ্দেশ্য (objectives) ও অভিষ্ট(targets) নির্ধারনের একটি মানসম্মত ফরম্যাট সারণী ৫ এ প্রদান করা হলো।

উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষন

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়েছে। নিম্ড়েব উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat)ু এসডব্লিউওটিু চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য **সহায়ক**	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য **ক্ষতিকর**
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য	**সক্ষমতার দিক (Strength)**	**দুর্বলতার দিক (Weakness)**
	বস্তুগত (যান্ত্রিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল	পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	সকল খাতের প্রতি সমগুরুত্ব না দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ও অনুন্নয়ন খাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	পরিষদের আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	**সুযোগের দিক (Opportunities)**	**প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)**
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	যুগপযোগী/আধুনিক উন্নয়ন বিষয়ক মানসিকতা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহনে অনিহা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগতমান রক্ষায় দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারী µক্রয় প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা

৫.১ উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির পূর্বাভাস	সুপারিশকৃত পদক্ষেপ / করণীয়
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা	সকল ইউনিয়ন	৭০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা	২৫ কিমি রাস্তা নির্মান ও সংস্কার হচ্ছে।	২৫ কিমি রাস্তার যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি হবে।	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে।
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সমন্বিত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সুয়েরেজ ব্যবস্থা নেই।	সকল ইউনিয়ন	২৫০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা ও উদ্দোগের অভাব।	১০ টি গভীর টিউবেউল স্থাপন করা হচ্ছে।	৫০০ লোক নিরাপদ পানি বঞ্চিত হতে পারে।	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট এবং নতুন নতুন বরাদ্ব রাখতে হবে।
স্বাস্থ্য	সেবাগ্রহীতাগণের রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত সেবা প্রদানের পর্যাপ্ত মেডিকেল যন্ত্রপাতির অভাব।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স		উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একমাত্র এক্সরে মেশিনটি আগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।	কোন বরাদ্দ পাওয়ার সুযোগ নেই।	হাসপাতালে আগত রোগীদের রোগ নির্ণয়ে সমস্যা আরো বাড়বে।	নতুন একটি ডিজিটাল এক্সরে মেশিন ক্রয় করা ঙেযতে পারে।
শিক্ষা	• শ্রেনিকক্ষ ও আসন সংকট বিরাজমান। • শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে মানসম্মত, আধুনিক ও আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ ব্যহত হচ্ছে। • শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।	সকল ইউনিয়ন	২০০০০ শিক্ষার্থী	১। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের পর্যাপ্ত পরিমানে শ্রেনীকক্ষ, আসবাবপত্র, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, খেলাধুলার সরঞ্জামাদি এবং ছাত্র- ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ২। পর্যাপ্ত পরিমানে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষের সংকট। ৩। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা	পিইডিপি ৪ এর আওতায় নতুন ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে।	• শিক্ষার্থীদের মানসম্মত, আধুনিক ও আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ বাধাগ্রস্থ হবে। • ঝড়ে পড়ার হার বাড়বে।	১। ২০ টি বিদ্যালয়ে কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষের সজ্জিতকরণ ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম তৈরি করা যেতে পারে। ২। ৬০ জন শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৬০ টি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ করা যেতে পারে। ৩। ৫০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী (দোলনা, স্লিপার, ব্যালেন্সার ইত্যাদি) প্রদান করা

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির পূর্বাভাস	সুপারিশকৃত পদক্ষেপ / করণীয়
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
				কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ধারণা পর্যাপ্ত নয়।			যেতে পারে। ৪। ৩০ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র (বেঞ্চ, আলমারি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৫। ৫০ টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ (ব্যাগ, জ্যামিতি বক্স, রঙ পেন্সিল, পানির পট, স্কেল, ছাতা, বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৬। ১০ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ৭। ০৫ টি বিদ্যালয় ভবন মেরামত করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	১. নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি (বিজ্ঞান, ইংরেজী ও গনিত) বিষয়ে ধারণা কম। ২. ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অভাব।	অত্র উপজেলার ১৫ টি প্রতিষ্ঠান।	১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১২০ জন শিক্ষক ও কর্মচারী	• ইংরেজী, গনিত, বিজ্ঞান আইসিটি, বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। • কর্মচারীর জন্য নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতার অভাব। • আইসিটি ও আধুনিক প্রযুক্তির অভাব।	কার্যক্রম নেই	শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির হার কমবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মনযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। বিজ্ঞান শিক্ষার্থী ক্রমান্বয়ে কমবে।	• ইংরেজী, গনিত, বিজ্ঞান আইসিটি, বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। • কর্মচারীর জন্য নথি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড/আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা যেতে পারে।

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির পূর্বাভাস	সুপারিশকৃত পদক্ষেপ / করণীয়
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
কৃষি ও সেচ	০১। এলোপাথারি কীটনাশক প্রয়োগের কারণে সবজি উৎপাদনকারী কৃষক ও ভোক্তা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে আছেন।	উপজেলাধীন ৯টি ইউনিয়ন	রবি মৌসুমে ১৩০০ হে: ও খরিপ-১ মৌসুমে ৮৫০ হে: ও খরিপ-২ মৌসুমে ৮০০ হে: জমিতে সবজি আবাদ হয়।	০১। নিরাপদ ফসল উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণের অভাব ০২। জৈব প্রযুক্তির উপকরণের অভাব	০১। আইপিএম প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী বাস্তবায়ন চলছে	০১। এলোপাথারি কীটনাশক প্রয়োগের কারণে সবজি উৎপাদনকারী কৃষক ও ভোক্তা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে আছেন।	উপজেলাধীন ৯টি ইউনিয়ন
	০২। তেল জাতীয় ফসলে উৎপাদন ঘাটতি	উপজেলাধীন ৯টি ইউনিয়ন	তেল ফসলে উৎপাদন ঘাটতি - ৩৭৯৩৯০ মে: টন।	০১। কৃষক অভ্যস্ত নয় ০২। উপকরণের অভাব	০১। রাজস্ব খাতের আওতায় প্রদর্শনী স্থাপন	০২। তেল জাতীয় ফসলে উৎপাদন ঘাটতি	উপজেলাধীন ৯টি ইউনিয়ন
	০৩। ফসল উৎপাদনে পুরানো জাতের ব্যবহার	উপজেলাধীন ৯টি ইউনিয়ন	বোরো মৌসুমে পুরানো জাত ব্রি ধান২৮- ৯১০ হে: ব্রি ধান ২৯- ১১৩৫ হে: ও ব্রি ধান৫৮-৩৪৭২ হে:	০১। কৃষকের সচেতনতার অভাব ০২। বীজের উৎসের ঘাটতি	০১। রাজস্ব খাতের আওতায় প্রদর্শনী স্থাপন	০৩। ফসল উৎপাদনে পুরানো জাতের ব্যবহার	উপজেলাধীন ৯টি ইউনিয়ন
প্রাণিসম্পদ	উপজেলার গবাদি পশুপাখি পালনকারী পরিবারগণ আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।	সকল ইউনিয়ন	প্রায় ১ লক্ষ গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া এবং ২ লক্ষাধিক দেশি মুরগী, কবুতর ও হাঁস ।	• গবাদি পশুপাখিকে সঠিক সময়ে কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান না করা। • খামারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।	টিকা কার্যক্রম চলমান আছে।	• খামারীগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। • মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি হবে।	• গরু ছাগল ও ভেড়ার কৃমিনাশক, প্রতিষেদক টিকা প্রদান করা। • গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগের প্রতিষেধক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা। • সঠিক সময়ে চিকিৎসা

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির পূর্বাভাস	সুপারিশকৃত পদক্ষেপ / করণীয়
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
							পরামর্শ গ্রহণে খামারীদের উদ্বোদ্ধ করা।
মৎস্য	গ্রীষ্মকালে মৎস্য চাষিরা মাছ উৎপাদন করতে পারছে না ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২৫০ জন মৎস্য চাষী।	• পুকুরগুলো যথেষ্ট পরিমানে গভীর না হওয়াতে গ্রীষ্মকালে উপজেলার অধিকাংশ পুকুর শুকিয়ে যায় এবং পানির অভাবে মাছ চাষ ব্যাহত হয়। • ভূগর্ভস্থ্য পানির যথেচ্ছা ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ্য পানির গভীরতা কমে যাচ্ছে।	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ ও প্রযুক্তি সেবা বিষয়ে মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	• মৎস্য চাষীগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। • মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি হবে।	১। মৎস্য চাষীর স্বল্প মেয়াদী মাছ চাষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । ২। ৩৫৬০ জন মৎস্য চাষির মাঝে দল ভিত্তিক বিভিন্ন উপকরণ (এরেটর, পিলেট মেশিন, জাল, পাম্প ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে।
মহিলা বিষয়ক	উপজেলার হতদরিদ্র, বিধাব , প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন।	আনুমানিক ৫০০০ জন নারী	১। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব। ২। দারিদ্রতার কারনে নারীরা বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন না।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত "মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" ও "উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষন প্রকল্প" চলমান আছে।	নারীরা কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবেন। আর্থিক নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়বে।	নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয় হতে ঋণ গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধে অনীহা দেখাচ্ছেন এবং ঋণখেলাপি হয়ে যাচ্ছেন।	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	০ জন ঋণ প্রহীতা	১। গৃহীত ঋণের অর্থ সঠিক খাতে বিনিয়োগ করতে পারছে না। ২। ঋণের অর্থ পরিশোধে অনীহা ও অপারগতা প্রকাশ করা।	কার্যক্রম নেই	৫০ জন ঋণ প্রহীতা	১। উপজেলা পরিষদ ৫০ জন ঋণ গ্রহীতার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

৫.২ রুপকল্প

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে বুড়িচং উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট
১	পর্যাপ্ত বাজেটের ব্যবস্থা করা	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১। বাজেট বরাদ্ব বাড়ানোর প্রস্তাব করা ২। রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্দোগ নেয়া	১। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবে ২। উপজেরার আয় বাড়বে
	ঠিকাদারদের কাজের দীর্ঘ সুত্রিতা কমানো		১। ঠিকাদারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা করা ২। নিয়মিত কাজের তদারকি করা	১। সচেতনতা বৃদ্বি পাবে ২। কাজে গতি আসবে ৩। সময়মত কাজ শেষ হবে
	কাজের গুণগত মান বজায় রাখা		১। কাজের গুণগত মানের উপর ঠিকাদার ও লেবারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ২। লেবারদের সঠিক মজুরী দেয়া	১। মান সম্পন্ন কাজ হবে ২। উৎসাহের সংগে কাজ করবে
২	সমন্বিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটারী ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	১। কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী করা	১। ১৫টি ইউনিয়নে একটি করে কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী হবে
	টেকসই সুয়ারেজ লাইন তৈরী করা		১। সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করা ২। কমিউনিটি ভিত্তিক সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা	১। ৬০টি কমিউনিটি ভিত্তিক স্বল্প ব্যয়ের সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী হবে
৩	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা	শিক্ষা	১। সচেতনতা বৃদ্ধি ২। বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ ৩। অভিভাবকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ	১। সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে ২। ৫০০ আভিভাবক সমাবেশ হবে ৩। ২৫০০ পরিবারে যোগাযোগ হবে
			১। মিড ডে চালুকরণ ২। নিয়মিত খাবারের মান পযবেক্ষন	১। ১৪৫ টি স্কুলে মিড ডে চালু ২। ১৪৫ টি স্কুলে খাবারের মান পর্যবেক্ষন
৪	স্বল্প আয়ের মানুষের রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত ব্যয় কমিয়ে আনা।	স্বাস্থ্য	১। আর্থিকভাবে ব্যয় হ্রাস করার মাধ্যমে দারিদ্রতা কমিয়ে আনতে সাহায্য করা।	১। বেসরকারি হাসাপাতালের চেয়ে কম মূল্যে ডিজিটাল এক্সরে সেবা প্রদান।
৫	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় রেখে উত্তম মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা চর্চা	মৎস্য	১। প্রশিক্ষন ২। কীট বক্স বিতরণ ৩। ফলাফল প্রদর্শন	১। ২০০ জন চাষী ২। ৫০০ চাষী তার পুকুরের পানি পরীক্ষা করতে সক্ষম হবে ৩। ১০০ জন নতুন চাষী উদ্বুদ্ধ হবে
	মাছের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করা		১। প্রশিক্ষন ২। ফলাফল প্রদর্শন	১। ১৫০ জন চাষী প্রশিক্ষন পাবে ২। ১২০ জন চাষী উপকৃত হবে
	বাজার ব্যস্থাপনা উন্নত করা		১। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমবায়ী ধ্যান ধারনা তৈরী করা ২। সমবায় ভিত্তিক পরিবহন ও ল্যান্ডিং ব্যবস্থা চালুকরণ	১। ৫০০ জন চাষী উপকৃত হবে ২। ৬০০ জন চাষী উপকৃত হবে
৬	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা চালু, কীট নাশকের ব্যবহার কমানো	কৃষি ও সেচ	১। সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃষক প্রশিক্ষণ ১৬ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন কৃষক) ২। পোকা মাকড় দমনে জৈবিক ও যান্ত্রিক দমন ব্যবহার ৩। কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনী উপকরণ বিতরণ।	১। বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ২। ৪৮০ জন কৃষক প্রশিক্ষিত হবে। ৩। প্রদর্শনী দেখে ২০০০ জন কৃষক সচেতন হবে।

৭	বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে আনা	মহিলা ও শিশু	১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। বিদ্যালয় পর্যায়ে বিগ্রেড গঠন ৩। আইনী সহায়তা দেয়া	১। ১,২০০জন উপকৃত হবে ২। ৯৯ টি স্কুলে ব্রিগেড গঠিত হবে ৩। ২৪ জন সহায়তা পাবে
	নারী ও শিশু নির্যাতনের হার কমিয়ে আনা		১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। অভিযোগ গ্রহন ও নিষ্পত্তিকরন ৩। আইনী সহায়তা	১। ১০০ টি উঠান বৈঠক ২। ২৪টি অভিযোগ নিষ্পত্তি ৩। ৮ জনকে আইনী সহায়তা

ষষ্ঠ অধ্যায়
উন্নয়ন কার্যক্রম

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের লক্ষ্য হলো নিজস্ব পুজি বব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরীদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন নিশ্চিত কওে দারিদ্র নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।১ লক্ষ গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে এর সুবিধা দেয়া হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত
আশ্রায়ন প্রকল্প	সমাজ কল্যাণ	দেশের ভুমিহীন দরীদ্র পরিবারকে আশ্রয় দেয়া ও তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেয়াই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। বুড়িচং উপজেলা এ পর্যন্ত ৩টি আশ্রায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	২ টি ইউনিয়ন	চলমান
এলজিএসপি প্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	ইউএনডিপি এর অর্থায়নে ইউনিয়ন সমুহের গভর্নেন্স এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ।	সকল ইউনিয়ন	৫ বছর
ইউজিডিপি প্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	জাইকার অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকলটি ২০০টি উপজেলায় ৫ বছরের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারী সেবা সমুহ জনগনের দোর গোড়ায় পৌচ্ছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং উপজেলায় পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে তহবিল হস্তান্তর। যার ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।	৪৯১ টি উপজেলা	ডিসেম্বর, ২০১৬ হইতে ডিসেম্বর, ২০২৪

বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম (সামাজিক নিরাপত্তা)

উপজেলা শিক্ষা অফিস

উপবৃত্তি প্রকল্প

সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী			সুবিধাভোগী পরিবার				মোট
বালক	বালিকা	মোট	১ম সন্তান	২য় সন্তান	৩য় সন্তান	৪র্থ সন্তান	
১০,৬০৪	১২,৮৫৫	২৩,৪৫৯	১৮,৭৯৪	২,২৬৫	৪৫	--	২১,১০৪

চলমান প্রকল্পঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ	অগ্রগতী
০১	টিফিন বক্স বিতরণ প্রকল্প	--	--
০২	শহীদ মিনার নির্মান প্রকল্প	বিদ্যালয় সংখ্যা-	৪৮ টি
০৩	স্লিপ প্রকল্প	বিদ্যালয় সংখ্যা- ১৪৯	১৪৯ টি

সমাজসেবা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীঃ

নং	বিবরণ	ভাতাভোগীর সংখ্যা		মোট
		নিয়মিত	২০২২-২৩ অতিরিক্ত	
১	বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা	৮,৮২৮ জন	--	৮,৮২৮ জন
২	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা	২,৩২৭ জন	--	২,৩২৭ জন
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা	৪,০৬৫ জন	৯১২ জন	৪,০৬৫ জন
৪	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা	--	--	--
৫	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির সংখ্যা	৭৬ জন	--	৭৬ জন
৬	হিজড়া ভাতা	--	--	--
	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি	২০ জন	--	২০ জন
	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভাতা সংখ্যা	৭১ জন	--	৭১ জন
৭	হিজড়া শিক্ষা উপবৃত্তি	০১ জন	--	০১ জন

সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃত অর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	আরএসএস ক্ষুদ্রঋণ	৭৭,৭৫,০০০/	৭৫,৭৫,০০০/	৬৮,৮১,৬০০/-	৬৮,২২,২০০/-	৫৯,৪০০/-	৯৯%
	পল্লী মাতৃকেন্দ্র	১৭,৬৭,৫০০/-	১৭,৬৭,৫০০/-	১৩,৭৫,০০০/-	১২,৭৮,৭৫০/-	৯৬,২৫০/-	৯৩%
	আরএসএস (১-৬) পর্ব	৩,৬৮,৫৬৩০/-	৩৬,৮২,০৪০/-	৪০,৫০,২৪৪/-	৪০,৫০,২৪৪/-	--	১০০%
	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী পূণর্বাসন কার্যক্রম	১৭,৬৭,৮৩৮/-	১৬,৮৩,৫৮৭/-	১৭,৬৭,৭৬৭/-	১৭,৬১,৯৩৮/-	--	১০০%

বিআরডিবি

ঋণ কার্যক্রম (লক্ষ টাকায়) ঃ-

ক্রঃ নং	বিবরণ	প্রাপ্ত তহবিল	ঋণ বিতরণ	আদায় যোগ্য	ঋণ আদায়	আদায়ের হার%	খেলাপী/বকেয়া
০১	আবর্তক ঋণ	৬৫.৪৫	১২৬২.১৬	১১৬২.৯৮	১১৬২.৯৮	১০০%	৯৯.১৮%
০২	সদাবিক	১৮.০০	২১০.৯২	২০৩.০৯	১৯২.৬৫	৯৫%	১৮.২৭%
০৩	পল্লী প্রগতি প্রকল্প	২৮.০০	২০৮.৪৩	২০৩.২৫	১৭৯.৫৩	৮৮%	২৮.৯০%
০৪	বীর মুক্তি	১২.২৩	৬৬.৩৮	৫৮.৮৮	৫২.৯৮	৯০%	১৩.৪০%
০৫	পদাবিক	১৬৫.০০	৩০৬৬.১০	২৯১৯.৯৩	২৮৩৪.৪৪	৯৭%	২৩১.৬৬%
০৬	আদর্শ গ্রাম-২	২.২০	৪১.৮৮	৩৮.০৯	৩৮.০৯	১০০%	৩.৭৯%
০৭	কোভিড-৯ প্রণোদনা ঋণ	৬৪.০০	৬৪.০০	১৫.২৭	১৫.২৭	১০০%	৪৮.৭৩%
	মোট	৩৫৪.৮৮	৪৯১৯.৮৭	৪৬০১.১৯	৪৪৭৫.৯৪	৯৭%	৪৪৩.৯৩%

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, বুড়িচং, কুমিল্লা।

মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণঃ

১. এ পর্যন্ত মোট তহবিল = ১৩,৫২,৫৬৫/-
২. ঘূর্ণায়মান তহবিল = ৬২,৭৪,৫৬০/-
৩. মোট ঋণ গ্রহীতা = ৫১০ জন

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ঃ

১. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের উপর জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উঠান বৈঠক- মাসে ০৩ টি
২. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের সংখ্যাঃ ২০২০-২০২২, অক্টোবর পর্যন্ত ২৫ টি।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ

১. উঠান বৈঠক ঃ মাসে -৩ টি।
২. অভিযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা ঃ ২০২০-২০২০, অক্টোবর পর্যন্ত -৪৫ টি।
৩. মিমাংসার সংখ্যা ঃ ৪০ টি।
৪. আইনী সহায়তার সংখ্যা ঃ ৫-১০ টি অভিযোগে আইনী সহায়তা নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

ভালনারেবল গ্রুপ ডেভলপমেন্ট (ভিজিডি)

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রতি ২ বৎসর অন্তর অন্তর =২০২১-২০২২ চক্রে ১,৩৮৯ জন

ক্রঃনং	ইউনিয়নের নাম	দুঃস্থ পরিবারের সংখ্যা
০১	০১ নং রাজাপুর ইউনিয়ন	১৪৫ জন
০২	০২ নং বাকসীমুল ইউনয়ন	১৫০ জন
০৩	০৩ নং বুড়িচং সদও ইউনিয়ন	১৬৫ জন
০৪	০৪ নং ষোলনল ইউনিয়ন	১৬৪ জন
০৫	০৫ নং পীরযাত্রাপুর ইউনিয়ন	১৪৫ জন
০৬	০৬ নং ময়নামতি ইউনিয়ন	১৮০ জন
০৭	০৭ নং মোকাম ইউনিয়ন	১৮০ জন
০৮	০৮ নং ভারেল্লা উত্তর ইউনিয়ন	১২৫ জন
০৯	০৯ নং ভারেল্লা দক্ষিণ ইউনিয়ন	১৩৫ জন
	মোট=	১৩৮৯ জন

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (অর্থ বছর ২০২২-২০২৩)

পরিচিত ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতিবন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
১ নং রাজাপুর ইউনিয়ন												
১	রাজাপুর নোয়াপাড়া রাজা মিয়ার বাড়ীর নিকট থেকে প্রফেসর কামাল হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেইন নির্মাণ	সংশ্লিষ্ট এলাকার জলাবদ্ধতা হ্রাস পাবে এবং জনগণের চলচল আরামদায়ক হবে।			জনস্বাস্থ্য ও যোগাযোগ	রাজাপুর ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	১,২০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
২	নোয়াপাড়া মোঃ কাইয়ুম, কবির মেম্বার ও বশরত আলী কাঠ দোকানদারের বাড়ির রাস্তা ইটের সলিং	এলাকার জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	রাজাপুর ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	২,৮০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
২ নং বাকশিমূল ইউনিয়ন												
৩	বাকশিমূল মধ্য পাড়া এমপি মফিজুল ইসলামের বাড়ি হতে ডিস মমিনের বাড়ির রাস্তা র পাশে প্যালা ওয়াল নির্মাণ।	এলাকার জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বাকশিমূল ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	২,৫০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ

পরিচিত ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতিবন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
৪	পিতাম্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পানি নিস্কাসণের ড্রেন নির্মাণ।	বিদ্যালয়ে আগত শিক্ষার্থী এবং এলাকার জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বাকশিমূল ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	১,৫০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৩ নং বুড়িচং সদর ইউনিয়ন পরিষদ												
৫	জরুইন আমিনুল ইসলাম রাসেলের বাড়ির পাশে পানি নিস্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ	এলাকার জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বাকশিমূল ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	২,৮০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৪ নঙ ষোলনল ইউনিয়ন পরিষদ												
৬	গাজীপুর রঞ্জিত মিয়ার বাড়ির পার্শে খালের উপর কালভার্ট নির্মাণ	এলাকার জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ষোলনল ইউনিয়ন পরিষদ	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	১,৫০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৭	মহিষমারা উত্তর পাড়া নজরুল মিয়ার দোকান হইতে লতিফ ভূইয়ার বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন।	এলাকার জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ষোলনল ইউনিয়ন পরিষদ	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	২,৫০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৬ নং ময়নামতি ইউনিয়ন পরিষদ												

পরিচিত ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতিবন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
৮	রায়পুর পাকা রাস্তা হইতে উত্তর দিকে বাজেহুড়া পাকা রাস্তা পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা হেরিংবন্ড করা।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ময়নামতি ইউনিয়ন পরিষদ	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	২,৮০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৯	ঘোষনগর জাহা বকশী বাড়ি হইতে পশ্চিম দিকে পানি নিস্কাষনের জন্য ড্রেইন নির্মাণ।	সংশ্লিষ্ট এলাকার জলাবদ্ধতা হ্রাস পাবে এবং জনগণের চলচল আরামদায়ক হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ময়নামতি ইউনিয়ন পরিষদ	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	১,২০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৭ নং মোকাম ইউনিয়ন পরিষদ												
১০	কাকিয়ারচর মধ্য পাড়া সুরুজ মিয়ার পুকুরের পশ্চিম পাশে রাস্তার পার্শ্বে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ।	পুকুর সংলগ্ন রাস্তা সুরক্ষিত হবে এবং স্থানীয় জনগণের চলাচলে সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	মোকাম ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	১,৮০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১১	শিকারপুর দক্ষিনপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার পাশে কবরস্থানের পশ্চিম পার্শ্ব হইতে পশ্চিম দিকে আস্কর আলী মাস্টার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	স্থানীয় সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	মোকাম ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	২,২০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৯ নং ভারেল্লা দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদ												

পরিচিত ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতিবন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
১২	৫ নং ওয়ার্ডের গ্রামীন রাস্তায় পানি নিস্কাষনের জন্য ০১ ফুট ডায়া আরসিসি পাইপ ড্রেন নির্মাণ।	সংশ্লিষ্ট এলাকার জলাবদ্ধতা হ্রাস পাবে এবং জনগণের চলচল আরামদায়ক হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ভারেল্লা দক্ষিণ ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	২,০০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১৩	এতবারপুর আবদু মিয়ার বাড়ি হইতে দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	স্থানীয় সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ভারেল্লা দক্ষিণ ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	২,০০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
যুব উন্নয়ন												
১৪	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের টয়লেট মেরামত	কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পয়নিস্কাষন ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মতহবে।			যুব উন্নয়ন	সকল ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	যুব উন্নয়ন	২,০০,০০০.০০	এডিপি/রাজস্ব	উপজেলা পরিষদ
১৫	বেকার যুবকদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ	অংশগ্রহণকারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে।			যুব উন্নয়ন	সকল ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	যুব উন্নয়ন	২,০০,০০০.০০	ইউজিডিপি	স্থানীয় সরকার বিখভাগ
১৬	বেকার যুবকদের জন্য ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	অংশগ্রহণকারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে।			যুব উন্নয়ন	সকল ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	যুব উন্নয়ন	২,০০,০০০.০০	ইউজিডিপি	স্থানীয় সরকার বিখভাগ
১৭	শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	অংশগ্রহণকারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি			যুব উন্নয়ন	সকল ইউনিয়ন	১০ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	যুব উন্নয়ন	২,০০,০০০.০০	ইউজিডিপি	স্থানীয় সরকার বিখভাগ

পরিচিত ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতিবন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
		হবে এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে।										
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা												
১৮	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগকালীন করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	দুর্যোগকালীন উদ্ধার ও সহায়তায় স্বেচ্ছাসেবকগণ দায়িত্বশীল হবেন। এত করে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে।			দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	সকল ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২,০০০,০০.০০	ইউজিডিপি	স্থানীয় সরকার বিখভাগ
১৯	মশক নিধনে ফগার মেশিন বিতরণ	মশাবাহিত রোগ ব্যাধী হ্রাস পাবে।			জনস্বাস্থ্য	সকল ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৫,০০,০০০.০০	ইউজিডিপি	স্থানীয় সরকার বিখভাগ
মহিলা বিষয়ক অফিস												
২০	নারী উদ্যোক্তাদের তৈরি উপকরণ বাজারজাতকরণের লক্ষে জয়িতা মার্কেট স্থাপন।	নারীর ক্ষমতায়নে ভুমিকা রাখবে।			নারী উন্নয়ন	বুড়িচং উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২,০০০,০০০.০০	উপজেলা পরিষদ/ইউজিডিপি	সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর
২১	নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষে ফ্রীল্যান্সিং প্রশিক্ষণ	অংশগ্রহণকারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে।			নারী উন্নয়ন	সকল ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২,০০,০০০.০০	উপজেলা পরিষদ/ইউজিডিপি	স্থানীয় সরকার বিখভাগ
২২	ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন	নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ও যৌতুকের			নারী উন্নয়ন	লাকসাম উপজেলা	১০ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	মহিলা বিষয়ক	অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাক্কলিত	মহিলা বিষয়ক	সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর

পরিচিত ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতিবন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
		শিকার নারীগণ প্রতিকার পেতে সহজতর হবে।							অধিদপ্তর		অধিদপ্তর	
২৩	কিশোর কিশোরীদের বয়োসন্ধিকাল, মাদক, বাল্য বিবাহ ও ইভটিজিং সহ সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজন	নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ও যৌতুকের কুফল সম্পর্কে সচেতানতা বৃদ্ধি পাবে।			নারী উন্নয়ন	সকল ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২,০০,০০০.০০	উপজেলা পরিষদ/ইউজিডিপি	স্থানীয় সরকার বিখভাগ
পরিবার পরিকল্পনা												
২৪	গর্ভবতী মা ও তার পরিবারকে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুবিধা ও গর্ভবতীর জটিলতা বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন।	নিরাপদ নরমাল ডেলিভারী বৃদ্ধি পাবে।			পরিবার পরিকল্পনা	সকল ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	পরিবার পরিকল্পনা	২,০০,০০০.০০	ইউজিডিপি	স্থানীয় সরকার বিখভাগ
২৫	০৩ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রে ডেলিভারী কক্ষ নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার।	পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। নিরাপদ নরমাল প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর হার বৃদ্ধি পাবে।			পরিবার পরিকল্পনা	আজগড়া, কান্দিরপাড়, মুদাফরগঞ্জ	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	৩০,০০,০০০.০০	ইউজিডিপি	স্থানীয় সরকার বিখভাগ
মাধ্যমিক শিক্ষা												
২৬	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানে মেয়েদের জন্য ওয়াশ ব্লক কাম কমন রুম নির্মাণ।	মেয়েদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও গোপনীয়তা বৃদ্ধি পাবে। ফলে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি			মাধ্যমিক শিক্ষা	বিভিন্ন ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	১,৫০০,০০০.০০	ইউজিডিপি/ জনস্বাস্থ্য	স্থানীয় সরকার বিখভাগ

পরিচিত ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতিবন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
		বৃদ্ধি পাবে।										
২৭	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনে রবোটিক্স ও প্রোগ্রামিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী হবে এবং নতুন নতুন আবিস্কারে আগ্রহী হবে।			মাধ্যমিক শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন	১ জুলাই, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	মাধ্যমিক শিক্ষা	২,০০,০০০.০০	ইউজিডিপি	স্থানীয় সরকার বিখভাগ
২৮	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানে শিক্ষা উপকরণ (ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড) সরবরাহ।	আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান নিশ্চিত হবে এবং শিক্ষার্থীরা আরো বেশি আগ্রহী হবে।			মাধ্যমিক শিক্ষা	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১ জুলাই, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	২০,০০,০০০.০০	ইউজিডিপি	স্থানীয় সরকার বিখভাগ
প্রাথমিক শিক্ষা												
২৯	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসএমসি সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকদের বিদ্যালয় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	শিক্ষার মানোন্নয়নে এসএমসি আরো বেশি দায়িত্বশীল আচরণ করবেন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে অধিকতর ভুমিকা রাখবেন।			প্রাথমিক শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন	১ জুলাই, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	২,০০,০০০.০০	ইউজিডিপি	স্থানীয় সরকার বিখভাগ
প্রাণিসম্পদ												
৩০	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারী হাসপাতাল এর প্রধান গেইট নির্মাণ।	অফিস সময়ের বাইরে বহিরাগতদের প্রবেশ এবং চুরি রোধ হবে এবং কার্যালয় সুরক্ষিত থাকবে।			প্রাণিসম্পদ	প্রাণিসম্পদ কার্যালয়	১ জুলাই, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	২,০০,০০০.০০	এডিপি/রাজস্ব	উপজেলা পরিষদ

পরিচিত ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতিবন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
৩১	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারী হাসপাতাল এর মেডিকেল বর্জ্য শোধনাগার পিট স্থাপন।	জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি হ্রাস পাবে।			প্রাণিসম্পদ	প্রাণিসম্পদ কার্যালয়	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	১০,০০,০০০.০০	এডিপি/রাজস্ব	উপজেলা পরিষদ
৩২	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারী হাসপাতাল এর ভ্যাকসিন সংরক্ষনের জন্য সৌর সোলার স্থাপন।	সরকারি সম্পদ সুরক্ষিত হবে এবং সেবাগ্রহীতাদের অধিকতর উন্নত সেবা প্রদান নিশ্চিত হবে।			প্রাণিসম্পদ	প্রাণিসম্পদ কার্যালয়	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	২,০০,০০০.০০	এডিপি/রাজস্ব	উপজেলা পরিষদ
কৃষি অফিস												
৩৩	নিরাপদ ফসল উৎপাদনের উপর কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী স্থাপন	ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকগণ অধিকতর আগ্রহী হবে।	-	১০০	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	উপজেলা পর্যায় ও ৯ টি ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২,০০,০০০/-	এডিপি/রাজস্ব	উপজেলা পরিষদ
৩৪	তেল ও ডাল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকরণ বিতরণ	তেল ও ডাল জাতীয় ফসলের চাষ বৃদ্ধি পাবে।	-	২০০	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	উপজেলা ধীন ৯ টি ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২,০০,০০০/-	এডিপি/রাজস্ব	উপজেলা পরিষদ
৩৫	ধানের আধূনিক জাত সম্প্রসরাণে বীজ বিতরণ।	নতুন ও আধুনিক জাতের ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	-	৬৫০	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	উপজেলা ধীন ৯ টি ইউনিয়ন	১ আগষ্ট, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১,৯৫,০০০/-	উপজেলা পরিষদ (রাজস্ব তহবিল)	স্থানীয় সরকার বিখভাগ

পরিচিত ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতিবন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
স্বাস্থ্য												
৩৬	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডিজিটাল এক্সরে মেশিন সরবরাহ	স্বল্প মূল্যে রোগ নির্ণয়ে সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রদান করতে পারবে।		পরোক্ষভাবে উপজেলার সকল জনগণ	স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১ জুলাই, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	এলজিইডি	২০,০০,০০০.০০	ইউজিডিপি	স্থানীয় সরকার বিখভাগ
৩৭	নিরপদ মাতৃত্ব ও নবাগত শিশুর অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	প্রসবকালীন ঝুঁকি কমবে ধাত্রী, পল্লী চিকিৎসক ও সিএসবি' এর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	২৫	পরোক্ষভাবে উপজেলার সকল জনগণ	স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১ জুলাই, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৩	উপজেলা পরিষদ	২,০০,০০০.০০	ইউজিডিপি	স্থানীয় সরকার বিখভাগ

সপ্তম অধ্যায়
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

ফরম-ক
(বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট এর

সার সংক্ষেপ

বিবরণ		পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০২০-২০২১)	চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধীত বাজেট (২০২১-২০২২)	পরবর্তী বছরের (সম্ভাব্য) বাজেট (২০২২-২০২৩)
অংশ-১	রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি রাজস্ব (পূর্ব হতে প্রাপ্তি) অনুদান	৬,৩৮,৯২,৫৫৫/- ২,৩৬,৭১,৪৭৭/-	৮,২৬,১৬,৫৭৭/- ১,৪৯,২৮,৮০৯/-	৮,৩২,১৫,১৪৫/-/- ২,০৫,৮৮,৭২২/-
	মোট প্রাপ্তি	৮,৭৫,৬৪,০৩২/-	৯,৭৫,৪৫,৩৮৬/-	১০,৩৮,০৩,৮৬৭/-
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	**২,৯৯,২৭,৬৬১/-**	**৪,১৮,৭২,৪৯৯/-**	**৪,২৮,২৪,৮২৯/-**
	রাজস্ব উদ্ধৃত্ত/ঘাটতি(ক)	৫,৭৬,৩৬,৩৭১/-	৫,৫৬,৭২,৮৮৭/-	৬,০৯,৭৯,০৩৮/-
অংশ-২	উন্নয়ন হিসাব উন্নয়ন অনুদান	৭৪,৬১,০০০/-	৭১,০১,০০০/-	৮০,০০,০০০/-
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা (বাসা-বাড়ি রক্ষণাবেক্ষন ও সংস্কার) জ্বালানী উদ্ধৃত্ত রাজস্ব জাইকা	৫০,০০,০০০/-	৫০,০০,০০০/-	৮০,০০,০০০/-
	মোট (খ)	১,২৪,৬১০০০/-	১,২১,০১,০০০/-	১,৬০,০০,০০০/-
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	৭,০০,৯৭,৩৭১/-	৬,৭৭,৭৩,৮৮৭/-	৭,৬৯,৭৯,০৩৮/-
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	৫,৫১,৬৮,৫৬২/-	৫,৯৭,৯৬,৭১০/-	৬,৮৯,৩০,৩৮৭/-
	সার্বিক বাজেট উদ্ধৃত্ত/ঘাটতি	১,৪৯,২৮,৮০৯/-	৭৯,৭৭,১৭৭/-	৮০,৪৮,৬৫১/-
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১লা জুলাই)			
	সমাপ্তি জের	১,৪৯,২৮,৮০৯/-	৭৯,৭৭,১৭৭/-	৮০,৪৮,৬৫১/-

অষ্টম অধ্যায়
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন।

পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.২ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে:

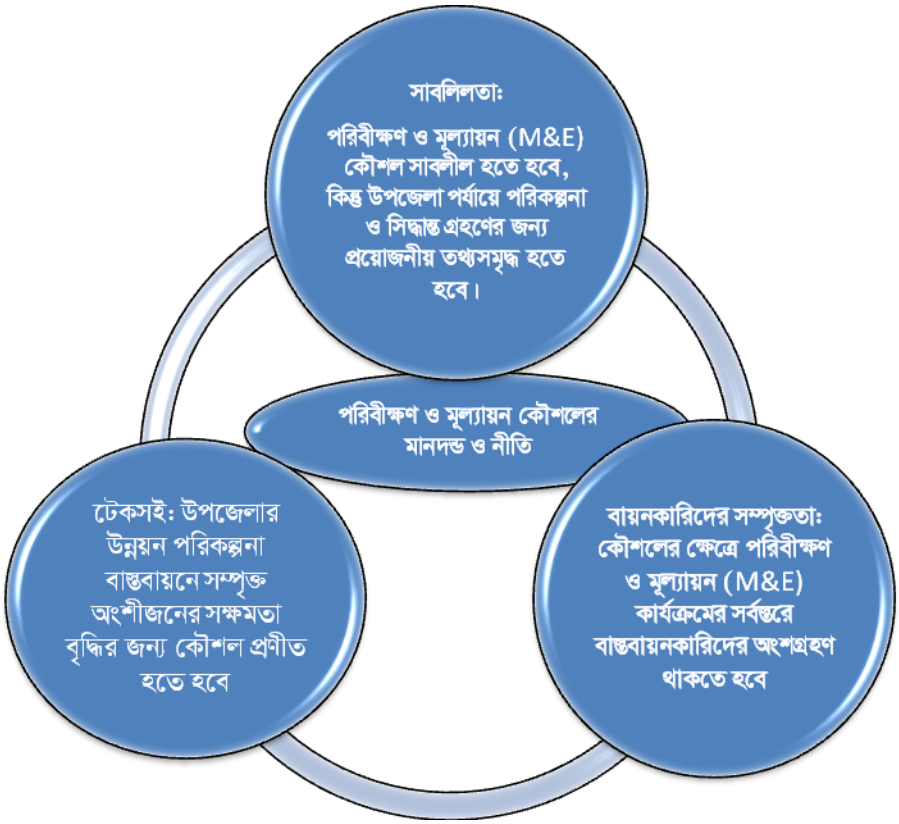

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৮.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

সারণী ১: ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (. . . . . অর্থ বছরের . . . . . ত্রৈমাসিক)

প্রতিটি খাতের প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক (output Indicator)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Target)	এই তারিখ পর্যন্ত সম্পাদন	এই তারিখ পর্যন্ত উপকারভোগী	এই তারিখ পর্যন্ত আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	এই তারিখ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থ ছাড় / ব্যায়
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

সারণী ২: বার্ষিক অগ্রগতি / সম্পাদন প্রতিবেদন (. . . . . .অর্থ বছর)

খাত ভিত্তিক প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক(Outputs Indicators)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Targets)	সম্পাদন (Accomplishment)	উপকারভোগী খাত (Beneficiary Sector)	আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	প্রকৃত বরাদ্দ
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

৮.৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো:

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেতও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশল:

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।